ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২১৪১

আগরতলা, ১১ আগস্ট, ২০২৬

আগরতলা শহরের নাগরিক পরিষেবা আরও আধুনিক করে তুলতে সংশ্লিষ্টরা সবাই একসাথে কাজ করছে : নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব

আসন্ন দুর্গাপূজার আগে আগরতলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং আগরতলা শহরে বৃষ্টিতে জমা জল নিস্কাষণে দীর্ঘমেয়াদি ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগরতলা শহরের নাগরিক পরিষেবা ও পরিকাঠামোকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তুলতে নগর উন্নয়ন দপ্তর, আগরতলা পুরনিগম এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড যৌথভাবে কাজ করছে। আজ সচিবালয়ের ৩ নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে একথা বলেন।

সাংবাদিকদের সামনে আগরতলা শহরের বর্তমান বন্যা ব্যবস্থাপনা, পাম্পিং ব্যবস্থা, ড্রেন পরিষ্কার, নতুন পাম্পিং পরিকাঠামো, রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। সচিব মিলিন্দ রামটেকে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নির্দেশ অনুযায়ী পুজোর আগেই আগরতলা শহরের প্রধান রাস্তাগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৩ কিলোমিটার রাস্তার কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভিআইপি রোড, জেল আশ্রম রোড এবং লাল বাহাদুর চৌমুহনী সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে পুজোর আগেই ব্ল্যাকটপিং বা পিচ ঢালাইয়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্ষার কারণে নির্মাণকাজে কিছুটা সমস্যা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে প্রয়োজন অনুযায়ী রাতেও কাজ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, রাস্তার উন্নয়ন শুধু যান চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য নয়, আগরতলা শহরের সামগ্রিক নাগরিক পরিষেবা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গেও এর সম্পর্ক

রয়েছে। তাই পুজোর সময় শহরে মানুষের চলাচল ও যানবাহনের চাপ বাড়ার কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বর্ষাকালে আগরতলায় বৃষ্টির জল জমার সমস্যা প্রসঙ্গে সচিব বলেন, আগরতলার আরবান ফ্লাড ম্যানেজমেন্টকে আরও বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সমন্বিত করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা পুরনিগমের অধীনে বর্তমানে শহরে ৫১টি ওয়ার্ড এবং চারটি জোন রয়েছে। প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই শহরের ভৌগোলিক অবস্থা এবং বিভিন্ন এলাকায় জল জমার প্রবণতা বিশ্লেষণ করে বন্যা প্রবন ম্যাপ এবং হাইড্রোলজিকাল রানঅফ-এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সচিব জানান, গত কয়েক বছরে আগরতলা শহরে বৃষ্টিপাতের ধরন ও তীব্রতার পরিবর্তনও জল জমার পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। চলতি বর্ষা মরশুমে বিভিন্ন দিনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। বিশেষ করে ৫ আগস্ট মাত্র দুই ঘণ্টায় ৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। এই ধরনের স্বল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাম্পিং, ড্রেনেজ এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, আগরতলা শহরের বিভিন্ন জলমগ্ন প্রবণ এলাকায় জল নিস্কাষনী ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যমান পাম্পিং ব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন কয়েকটি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। মধ্যপাড়া পুকুরের কাছে প্রস্তাবিত পাম্পিং ব্যবস্থা শকুন্তলা রোড ও ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকার জল নিষ্কাশনে সহায়তা করবে। রামনগর ৪ নং রোডের কাছে নতুন পাম্পিং ব্যবস্থা বিজয়কুমার চৌমুহনী, শঙ্কর চৌমুহনী, রামনগর ও কের চৌমুহনী এলাকার জন্য এবং টিআরটিসি`র কাছে প্রস্তাবিত পাম্পিং ব্যবস্থা কৃষ্ণনগর ও সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার জন্য কাজে লাগবে।

সচিব আরও জানান, শকুন্তলা রোড ও মধ্যপাড়া এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প ও ডেলিভারি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। মধ্যপাড়া এবং সৎসঙ্গ এলাকা থেকে পাইপলাইন বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে।

আগরতলা শহরের বড় ড্রেনগুলির নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সচিব জানান, সুপার-সাকার মেশিন ব্যবহার করে বড় ড্রেনগুলির যান্ত্রিকভাবে পলি ও আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে। গত আট মাসে ৮৪টি ড্রেনের প্রায়

৬৮ কিলোমিটার অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বড় ড্রেন পরিষ্কারের জন্য বছরে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে জানান তিনি। শহরে বৃষ্টির জল জমার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শহরের জল জমা পরিস্থিতি নজরদারিতে প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ানো হয়েছে। সচিব জানান, ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার থেকে ২৪ ঘণ্টা রিয়েল-টাইমে জলমগ্ন এলাকা এবং বন্যার সময় পাম্পের আউটলেট পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং শহরের বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল ম্যাসেজ ডিসপ্লে বোর্ড ও জন সমক্ষে মাইকিং করার-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সতর্কবার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি হোয়াটস আপ হেল্পলাইনের এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমেও নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

সচিব বলেন, জলবদ্ধতা মোকাবিলায় আগরতলা পুরনিগমের কর্মীদের রাউন্ড-দ্য-ক্লক ডিউটি দেওয়া হয়েছে। বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করা, পাম্পের আউটলেট পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জল নিষ্কাশনের কাজ চলছে।

আগামী দিনে শহরে জল জমার পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মিলিন্দ রামটেকে। তিনি জানান, ছোট এলাকায় জল জমার সমস্যা দ্রুত মোকাবিলায় ওয়ার্ড অফিসে মোবাইল স্মলার পাম্প রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশনের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডেডিকেটেড ডেলিভারি পাইপলাইন, ডিজেল চালিত মেকানিকাল পাম্প স্থাপন, পাম্পের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শহরের বিভিন্ন পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে এগুলির নাব্যতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আগরতলা শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন সচিব। তিনি জানান, স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় ১০টি ইলেকট্রিক বাস কেনার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শহরের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান সচিব।

আগরতলা শহরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে সচিব জানান, এডিবি-র সহায়তায় প্রায় ১,২০০ কোটি টাকার একটি বৃহৎ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ড্রেনেজ ও বৈজ্ঞানিক বর্জ্যজল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ

আন্ডারগ্রাউন্ড সুয়ারেজ লাইন এবং ৫টি নতুন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সচিব মিলিন্দ রামটেকে বলেন, আগরতলাকে একটি আধুনিক, গ্রিন ও ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। নগর বন্যা ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে রাস্তা, ড্রেনেজ, সুয়ারেজ, পাম্পিং ব্যবস্থা, গণপরিবহন এবং পরিবেশ—প্রতিটি ক্ষেত্রকে সমন্বিতভাবে উন্নত করার কাজ চলছে। তবে কাজের পথে কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। প্রতিবেশী রাজ্যে বন্যার কারণে পাথর সরবরাহে সমস্যা এবং বারবার বৃষ্টির ফলে নির্মাণকাজে কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে। তা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি দিনরাত কাজ করে চলেছে বলে জানান তিনি।

শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলাকালীন নাগরিকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে সচিব শহরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানের সাময়িক অসুবিধা হলেও আগামীদিনে আরও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক আগরতলা গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার সাজু ওয়াহিদ এ এবং আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের এম ডি এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জি এস নায়েক উপস্থিত ছিলেন।

****